যমুনায় ‘অসময়ের’ ভাঙন হুমকিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমিনুল ইসলাম,
সিরাজগঞ্জ
২৩ জানুয়ারি ২০২৩ ১২:০০
এএম | আপডেট: ২২
জানুয়ারি ২০২৩ ১১:১৭
পিএম

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় যমুনার ভাঙন -আমাদের সময়

advertisement

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহে উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের বিনানই থেকে চরসলিমাবাদ ভূতের মোড় পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। শীতকালে ‘অসময়ের’ এ ভাঙনে বেকায়দায় পড়ে গেছেন নদীতীরের হাজারো মানুষ। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, শুকনো মৌসুম হওয়ায় ভাঙনের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। এ কারণে তারা কিছু করতে পারছেন না।

এলাকাবাসী জানান, ভাঙনের কারণে হুমকিতে রয়েছে বিনানই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সম্ভুদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সম্ভুদিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পয়লা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চৌবারিয়া বিএম কলেজ এবং বাঘুটিয়া কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। নদীতে বিলীন হয়ে যেতে পারে ৫০টি বসতবাড়িসহ বিস্তীর্ণ ফসলি জমি।

advertisement

বাঘুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম বলেন, গত বর্ষায় বিনানই থেকে চরসলিমাবাদ এলাকা পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু পানি কমায় কয়েক দিন ধরে আবারও ভাঙন দেখা দিয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ভাঙনকবলিত এলাকা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরেই রয়েছে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এভাবে আর কয়েক দিন গেলে ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। ভাঙনের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সবাইকে জানানো হয়েছে । সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী রণজিৎ কুমার সরকার বলেন, ‘আমরা শুনেছি

advertisement 4

চৌহালীর কিছু জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। কিন্তু শুকনো মৌসুমের কারণে ভাঙন রোধে এখন কোনো বরাদ্দ না থাকায় আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না।’

পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরেক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিলটন হোসেন বলেন, ‘ভাঙনের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন। আমি দুই দিন আগে সেখানে লোক

পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি এবং আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। শুকনো মৌসুমের কারণে বরাদ্দ না থাকায় আমরা ভাঙনরোধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না।’

সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমরা বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি, বরাদ্দ পাস হলেই সেখানে কাজ শুরু হবে।’